عاداتٌ دَخِيلَةٌ فِي الزَّوَاجِ وَالطَّلَاقِ

বিষয়: বিবাহ ও তালাকে প্রচলিত বিজাতীয় প্রথা ও রীতিনীতি

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَنَا عَلَى الْأُمَمِ بِالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وَقَوَّمَ بِهِ نُفُوسَنَا بَيْنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، شَهَادَةً يَبْقَى ذُخْرُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُولِي الْفَضْلِ وَالتَّسْدِيدِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الْمَزِيدِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢]

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে অন্যান্য জাতির ওপর সম্মানিত করেছেন এবং যাঁর ওয়াদা ও সতর্কবাণীর মাধ্যমে আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছেন। এতে কোনো বাতিল প্রবেশ করতে পারে না—না সামনে থেকে, না পিছন থেকে; এটি প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই—এমন সাক্ষ্য যা চিরকাল সঞ্চিত পাথেয় হিসেবে থাকবে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও সঠিক পথের অধিকারী সাহাবিদের ওপর অসংখ্য সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত তেমন ভয় করো এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আল-ইমরান: ১০২)

ইসলামি শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি: সহজীকরণ ও কষ্ট দূরীকরণ

✵ শরীয়তের সুমহান ভিত্তি:

হে মুসলিম সমাজ! ইসলামি শরীয়ত যেসকল সার্বজনীন ও মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার অন্যতম প্রধান নীতি হলো—দ্বীনের বিধান পালনে সহজীকরণ করা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত বান্দাদের ওপর থেকে কষ্ট ও সংকীর্ণতা দূর করা।

➤ **ইসলামি শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি: সহজীকরণ ও কষ্ট দূরীকরণ**

➤ **কুরআনের সুস্পস্ট প্রমাণ:**

এজন্যই কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য নস (বাণী) বারবার এ মহান মূলনীতিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কষ্ট চান না। (সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

তিনি আরো এরশাদ করেন:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

এবং দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা বা সংকীর্ণতা রাখেননি। (সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮)

✵ **নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতি ও পারিবারিক জীবনে সহজীকরণের গুরুত্ব**

➤ **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ ও পদ্ধতি:**

যেমন উম্মুল মুমেনীন আয়শা স হতে হাদীস বর্ণিত;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হত, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করতেন যদি তা গুনাহ না হত। গুনাহ হতে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করতেন। (বুখারী: ৩৫৬০ মুসলিম: ২৩২৭, আহমাদ ১৩০৭২)

➤ **পারিবারিক ক্ষেত্রে সহজীকরণ**

পরিবারে শরিয়তের সহজতা প্রয়োগ করা জরুরি। এতে সংসারে শান্তি আসে, বিবাহ সহজ ও ব্যয়মুক্ত হয় এবং তালাকের সময়ও উভয়ের অধিকার সংরক্ষিত থাকে।

➤ কুসংস্কার ও সামাজিক রীতির মূল কুফল:

✦ সহজতা থেকে কঠিনতা: শরীয়তের সহজ নীতি ছেড়ে কৃত্রিম সামাজিক প্রথা আঁকড়ে ধরলে জীবন কঠিন হয়ে পড়ে।

✦ প্রশান্তির বদলে অশান্তি: বিবাহ ও পরিবার যা শান্তি ও ভালোবাসার স্থান হওয়ার কথা ছিল, তা তখন কষ্ট, বিবাদ ও সামাজিক দুর্ভোগে রূপ নেয়।

➤ সামাজিক প্রথার অন্ধ অনুসরণের ভয়াবহতা:

✦ শরীয়তের চেয়ে প্রথাকে প্রাধান্য: দুঃখজনকভাবে অনেকে আজ আল্লাহর শরীয়ত ছেড়ে ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক প্রথা মেনে চলছে।

✦ ভুল অজুহাত: সবাই এমন করছে—এই দোহাই দিয়ে স্পষ্ট শরয়ী দলিলের ওপর বিকৃত সামাজিক রীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

✳ মানুষের কর্ম বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্যের মানদণ্ড নয়:

আশ্চর্যের বিষয়! অধিকাংশ মানুষের কাজ কি কখনো সত্যের মানদণ্ড হতে পারে? কখনোই নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুগত হন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো কেবল ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে। (সূরা আল-আনআম: ১১৬)

➤ মানুষের লোকলজ্জার ভয় ও সাহাবি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর দিকনির্দেশনা

✦ সুন্নাহর চেয়ে লোকলজ্জাকে প্রাধান্য দেওয়া:

কিছু মানুষ আজ সুন্নাহ ও শরিয়তের চেয়ে লোকলজ্জা ও মানুষের সমালোচনাকে বেশি ভয় করে। তাই অপচয় ও বাড়াবাড়ি বুঝেও বলে—"মানুষ কী বলবে?" এভাবেই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবারগুলোর সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করছে।

✦ অন্ধ অনুকরণ নয়—সত্যের অনুসরণ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সতর্কতা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً قَالُوا: وَمَا الْإِمَّعَةُ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَنَا مَعَ النَّاسِ؛ إِنِ اهْتَدَوْا اهْتَدَيْتُ، وَإِنْ ضَلُّوا ضَلَلْتُ، أَلَا لِيُوَطِّنَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى إِنْ كَفَرَ النَّاسُ أَلَّا يَكْفُرَ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন: তোমাদের কেউ যেন অন্ধ অনুকরণকারী না হয়–যে বলে, মানুষ হেদায়েত পেলে আমিও হেদায়েত পাব, আর তারা পথভ্রষ্ট হলে আমিও পথভ্রষ্ট হব। বরং তোমরা নিজেদের অবস্থানে দৃঢ় থাকো; মানুষ পথভ্রষ্ট হলেও তোমরা যেন পথভ্রষ্ট না হও।" জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের মনকে দৃঢ় করা, যাতে মানুষ যদি কাফির বা পথভ্রষ্টও হয়ে যায়, তবুও সে নিজে যেন কখনো কুফরি বা পথভ্রষ্টতা গ্রহণ না করে। (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ১/২৭, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ: ৩০৪০২, ৩৭৪২১)

✲ মোহর ও উপঢৌকন (দাজ্জাহ): শরীয়তের শিক্ষা ও বর্তমানের অপসংস্কৃতি

➤ স্ত্রীর মোহর আল্লাহর বিধান ও অধিকার:

হে মুমিনগণ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা স্বামীর ওপর মোহর ফরজ করেছেন এবং একে স্ত্রীর একান্ত নিজস্ব অধিকার হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

আর তোমরা নারীদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মোহর দিয়ে দাও; অতঃপর যদি তারা খুশিমনে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো। (সূরা আন-নিসা: ৪)

➤ উপঢৌকন বা 'দাজ্জাহ' (الدَّزَّة)-এর মূল উদ্দেশ্য:

মোহরের পাশাপাশি স্ত্রীর মন জয় করা ও তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য সামান্য কিছু পোশাক, গয়না বা সুগন্ধির মতো উপহার দেওয়া হয়ে থাকে–যা আমাদের সমাজে 'দাজ্জাহ' (الدَّزَّة) নামে পরিচিত।

➤ বর্তমান সমাজে প্রথার বিকৃতি ও অপচয়:

দুঃখজনকভাবে, সুন্দর এই প্রথাটি আজ তার মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে লোকদেখানো, অহংকার ও প্রতিযোগিতার রূপ নিয়েছে। ফলে পরিবারগুলো অপ্রয়োজনীয় খরচ ও প্রদর্শনীর চাপে পড়ছে। অথচ শরিয়ত বিবাহ সহজ করা এবং অপচয়, অহংকার ও বড়াই পরিহার করার শিক্ষা দেয়।

✦ বিবাহের সহজতা ও নারীর শুভলক্ষণ সম্পর্কিত হাদীস:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই নারীর শুভলক্ষণ বা বরকতের অন্যতম চিহ্ন হলো−তার বাগদান (প্রস্তাব) সহজ হওয়া, তার মোহর সহজ (কম) হওয়া এবং তার গর্ভধারণ (সন্তান জন্মদান) সহজ হওয়া। (মুসনাদে আহমাদ: ২৪৬৯৫, 'সিলসিলাতুস সহীহাহ : ১১৪৯, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪০৯৫, মুস্তাদরাকে হাকিম: ২৭৫৭)

✵ একাধিক অনুষ্ঠানের বোঝা ও অপচয়

➤ **অতিরিক্ত অনুষ্ঠান:** বিয়ের আগে-পরে একের পর এক অনুষ্ঠান ও ভোজ আয়োজন বিবাহকে ব্যয়বহুল করে তুলছে।

➤ **আনন্দ বনাম অপচয়:** আনন্দ প্রকাশ বৈধ; সমস্যা হলো বাড়াবাড়ি, অপচয় ও সামাজিক চাপ।

➤ **সামাজিক কুফল:** অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ে, যুবকদের বিয়ে বিলম্বিত হয় এবং তারা ঋণের বোঝায় জড়িয়ে পড়ে।

✵ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর বিবাহের দৃষ্টান্ত ও খুতবার সমাপ্তি

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর শরীরে জাফরানের (হলুদ রঙের) চিহ্ন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "এ কী?" তিনি আরজ করলেন: আমি এক খেজুর আঁটির ওজন স্বর্ণের বিনিময়ে এক নারীকে বিবাহ করেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আল্লাহ তোমার বরকত দান করুন! তুমি একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওলিমা (বিবাহের ভোজ) করো। (বুখারী: ৫১৫৩, মুসলিম: ১৪২৭)

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوه إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

আমি আমার যা বলার তা বললাম এবং আমার ও আপনাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি; সুতরাং আপনারা তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা

الخطبة الثانية

الْحَمْـدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَـانِهِ، وَالشُّـكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِـهِ وَامْتِنَانِـهِ، وَأَشْـهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْـدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْـدُهُ وَرَسُـولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْـوَانِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ؛ فَإِنَّ فِي تَقْوَاهُ سَعَادَةً لِلْعِبَادِ، وَهِيَ خَيْرُ مَا يُتَزَوَّدُ بِـهِ لِيَـوْمِ الْمَعَـادِ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার অনুগ্রহের জন্য তাঁরই সকল প্রশংসা এবং তাঁর তৌফিক ও এহসানের জন্য তাঁরই কৃতজ্ঞতা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক একক আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই–তাঁর মহান শানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল, যিনি তাঁর সন্তুষ্টির দিকে আহ্বানকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবিগণ এবং তাঁর দ্বীনি ভাইদের ওপর রহমত ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো)। কেননা আল্লাহর তাকওয়াতেই রয়েছে বান্দার প্রকৃত সুখ-শান্তি এবং কিয়ামতের দিনের জন্য এটিই সর্বোত্তম পাথেয়। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামীকালের (আখিরাতের) জন্য কী পেশ করেছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (সূরা আল-হাশর: ১৮)

✳ তালাক ও এর অপসংস্কৃতি (তালাক পার্টি): শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে বিশেষ প্রয়োজনে তালাক বৈধ হলেও এটি একটি সম্পর্কের সমাপ্তি। তাই এতে শরয়ী আদব, সম্মান ও অধিকার রক্ষা করা জরুরি; প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের কোনো স্থান নেই।

✦ 'তালাক পার্টি'র ভয়াবহতা

তালাকের মতো বেদনাদায়ক ঘটনাকে **'তালাক পার্টি'** করে উদযাপন করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এতে একটি পরিবার ভেঙে যাওয়া ও সন্তানদের কষ্টকে আনন্দ-উৎসবে পরিণত করা হয়, যা তালাকের শরয়ী উদ্দেশ্য ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

➤ কুরআনের নির্দেশ ও প্রকৃত এহসান:

এই ধরনের আচরণ শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, যেখানে বিচ্ছিন্নতার সময়েও সুন্দর আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

সুতরাং হয় যথাবিধি উত্তম পন্থায় তাদের রেখে দেবে, না হয় সুন্দর ও সদ্ব্যবহারের সাথে তাদের মুক্ত করে দেবে। (সূরা আল-বাকারা: ২২৯)

✦ তালাক প্রদানের সময় করণীয়:

তালাককে উৎসব বানানো, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো বা অপর পক্ষকে কষ্ট দেওয়া ইসলামের 'এহসান' নয়। বরং তালাকের সময়ও আদব, গোপনীয়তা, অধিকার সংরক্ষণ ও সন্তানের প্রতি দয়া বজায় রাখতে হবে।

✳ শয়তানের প্রিয় কাজ: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং এর কুফল

رَوَى مُسْلِمٌ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ». قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: «فَيَلْتَزِمُهُ»

জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইবলিস পানির ওপর তার আরশ স্থাপন করে, তারপর সে তার সেনাদল (মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য) পাঠায়। তাদের মধ্যে

তার নিকট সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী সে-ই হয়, যে সবচেয়ে বড় ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে। তাদের একজন এসে বলে: 'আমি এই এই কাজ করেছি।' ইবলিস বলে: 'তুমি কিছুই করোনি।' তারপর তাদের আরেকজন এসে বলে: 'আমি অমুককে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িনি, যতক্ষণ না তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছি।' তখন ইবলিস তাকে নিজের কাছে টেনে নেয় এবং বলে: **'হ্যাঁ, তুমিই তো উত্তম কাজ করেছ!'** রাবি আমাশ বলেন: আমার মনে হয় তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: "অতঃপর ইবলিস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। (মুসলিম: ২৮১৩, মুসনাদে আহমাদ: ১৪৩৭০)

✳ তালাক উদযাপন প্রথার ভয়াবহতা ও নসিহত:

➤ ইবলিসের আনন্দ বনাম মানুষের ভুল:

যে কাজটি ইবলিসের সবচেয়ে প্রিয় এবং যা ঘটাতে পারলে সে তার অনুসারীদের পুরস্কৃত করে, সেই কাজটিতে একজন মানুষ কীভাবে উৎসব পালন করতে পারে?!

➤ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ:

আল্লাহর অশেষ প্রশংসায় এই নিকৃষ্ট প্রথাটি—যদিও আমাদের দেশে (বা সমাজে) এখনো পরিচিত নয়—তথাপি কিছু মুসলিম সমাজে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

✳ বিবাহ ও তালাক সম্পর্কিত শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি

➤ জীবনঘনিষ্ঠ দুই অধ্যায়ে শরিয়তের দিকনির্দেশনা

হে বরকতময় উপস্থিতিবৃন্দ! বিবাহ ও তালাক মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অধ্যায়। ইসলাম এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান দিয়েছে—যা দ্বীন ও পরিবারকে রক্ষা করে এবং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

➤ সামাজিক প্রথার শরয়ী মানদণ্ড

যে প্রথা শরিয়তসম্মত, তা গ্রহণযোগ্য; আর যে প্রথা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনার বিরোধী, তা প্রচলিত হলেও বর্জনীয়।

➤ যুবকদের প্রতি সহজীকরণ ও তালাকে সৌজন্য

যুবকদের জন্য বিবাহ সহজ করুন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। আর তালাক হলে তা যেন হিংসা, প্রতিশোধ ও অপমানমুক্তভাবে সৌজন্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেন–

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ও সৌজন্যতার কথা ভুলে যেও না।" (সূরা আল-বাকারা: ২৩৭)

✵ দ্বিতীয় খুতবার সমাপ্তি অংশ: দোআ ও মোনাজাত

نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بُيُوتَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يُؤَلِّفَ بَيْنَ قُلُوبِ الْأَزْوَاجِ. اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى حَمْلِ الأَمَانَةِ، وَجَنِّبْنَا الْغَدْرَ وَالْخِيَانَةَ، اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَأَرْغِمِ النِّفَاقَ وَالْمُنَافِقِينَ، وَانْصُرْ دِينَكَ وَكِتَابَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ ﷺ وَعِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، وَوَفِّقِ - اللَّهُمَّ - أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِهُدَاكَ، وَاجعَلْ أَعْمَالَهُمَا فِي طَاعَتِكَ وَرِضَاكَ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً مُطْمَئِنًّا سَخَاءً رَخَاءً، دَارَ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ.

لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি–তিনি যেন মুসলিমদের সংসারগুলোকে সংশোধন করে দেন এবং স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ে পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রীতি সৃষ্টি করে দেন।

হে আল্লাহ! আমানত পালনে আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ! আপনার হালাল রিজিক দিয়ে আমাদেরকে হারাম থেকে মুক্ত রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদের অন্য সবার মুখাপেক্ষিতা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন এবং একে আমাদের হৃদয়ে সুশোভিত করে দিন। আর আমাদের নিকট কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য করে দিন এবং আমাদের সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করুন; শিরক, মুশরিক, নিফাক ও মুনাফিকদের লাঞ্ছিত করুন। আপনার দ্বীন, আপনার কিতাব, আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ এবং আপনার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী–যাঁরা জীবিত আছেন এবং যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন–সকলকে ক্ষমা করে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের আমির ও যুবরাজকে আপনার হেদায়েতের ওপর চলার তাওফিক দিন এবং তাঁদের কাজগুলোকে আপনার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির নিমিত্তে কবুল করুন। এই দেশকে শান্তিময়, সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও ঈমানের কেন্দ্রভূমি হিসেবে বজায় রাখুন এবং অন্যান্য সকল মুসলিম রাষ্ট্রকেও হেফাজত করুন।

(জুমার নমুনা খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি, কুয়েত)